প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

প্রি-সাবমিশন সেমিনারের জন্য প্রদত্ত ৫০০০ (আনুমানিক) শব্দের সারসংক্ষেপ

গবেষণা-প্রকল্পের শিরোনাম:

কবিতায় রাজনৈতিক অভিঘাত: পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (১৯৪৭-২০০০)

গবেষক

প্রতাপ ব্যাপারী

Enrolment No.: Arts/Doc/13-14/18
Registration No.: R-14RS02120056

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেল: **pratapbapari@gmail.com**

দূরভাষ: ৯৮০৪৭১৬৪২৫

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাওন নন্দী

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেল: **shaon.beng@presiuniv.ac.in**

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষকরূপে 'কবিতায় রাজনৈতিক অভিঘাত : পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (১৯৪৭-২০০০)' শীর্ষক গবেষণাকর্মের প্রি-সাবমিশন সেমিনারের জন্য প্রদত্ত ৫০০০ (আনুমানিক) শব্দের সারসংক্ষেপ

গবেষণা-প্রকল্পের শিরোনাম-

'কবিতায় রাজনৈতিক অভিঘাত: পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (১৯৪৭-২০০০)'

গবেষণা-কর্মটি যেভাবে বিন্যস্ত-

প্রস্তাবনা:- ঐতিহাসিক পটভূমি : পাকিস্তান প্রস্তাব, রাজনীতি ও ভাবাবেগ

প্রথম অধ্যায়:- ১৯৪৭-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় অধ্যায়:- পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলন: কবিতায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

তৃতীয় অধ্যায়:- মুক্তিযুদ্ধের কবিতা: স্বভূমি-চেতনার প্রেক্ষাপট

চতুর্থ অধ্যায়:- স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা কবিতার দুই দশক: স্বপ্নভঙ্গের কথকতা (১৯৭১-১৯৯১)

পঞ্চম অধ্যায়:- বিশ্বায়ন: বাংলাদেশের সমকালীন কবিতা (১৯৯১-২০০০)

অধ্যায় বিভাজনসহ গবেষণা অভিসন্দর্ভের (আনুমানিক) পাঁচ হাজার শব্দের সংক্ষিপ্তসার

প্রস্তাবনা:-

ঐতিহাসিক পটভূমি : পাকিস্তান প্রস্তাব, রাজনীতি ও ভাবাবেগ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। নতুন এই রাষ্ট্র গঠনের আভাস প্রকট হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। ঐ দিন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা অচিরেই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই ঘটনায় অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা নিজস্ব আদর্শ, রীতি-নীতির ভিত্তিতে নতুন দেশ পাওয়ার আশায় উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তান প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে। কেবল সাধারণ জনগণ নয়, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাঙালি মুসলমান লেখকদের একাংশও পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আবুল কালাম শামসুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। এই সোসাইটির মূল নীতিগুলো ছিল-১) জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, ২) পাকিস্তানবাদ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক বক্তৃতা, বিতর্ক, পুস্তক প্রচার প্রভৃতি কাজের জন্য উৎসাহ দান, ৩) সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদী মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তানি ভাবধারার সম্প্রসারণ, ৪) জাতীয় তমদ্দুনের (কৃষ্টি বা সংস্কৃতি) উন্মেষক ও সহায়ক আন্দোলনের সঙ্গে অধ্যয়নগত যোগাযোগ স্থাপন, ৫) সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ, ৬) সাহিত্যে পাকিস্তান-বিরোধী সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ভাবধারার গতিরোধ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়াসেন-এর সভাপতিত্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। এই সংসদের অন্যতম মূল নীতি ছিল যেকোনো প্রকারে সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ প্রচার। 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' দুটি প্রতিষ্ঠানই দেশভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। অথচ প্রতিষ্ঠান দুটির নামের সঙ্গে 'পাকিস্তান' শব্দবন্ধ যুক্ত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় দুটি প্রতিষ্ঠানেরই, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে সমর্থন ছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গঠনের সময় পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা কবিতায় দুটি পৃথক ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথম ধারাটি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধারাটি ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। প্রথম ধারাটি ইসলামি ধারা হিসাবে পরিচিত। যদিও এই ধারার কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর থেকে। প্রস্তাবিত নবরাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠিত হলে নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি-আদর্শকে বজায় রেখে জীবনযাপন করতে পারবে বলেই বিশ্বাস করা শুরু করেছিল অবিভক্ত বঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা। মানুষের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এই সময়পর্বে রচিত কবিতায় পাকিস্তানবাদের রূপায়ণ ঘটাতে চাইলেন শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন-এর মতো কবিরা। রচিত হল

‘তারানা-ই-পাকিস্তান’, ‘আজাদ করো পাকিস্তান’-এর মতো কাব্যসংকলন। এইসব সংকলনের কবিতাগুলির মূল কথা হল নবরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে একটি শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখা। সমাজ গঠনের এই স্বপ্নকেই কবিতায় রূপদান করেছেন এই সময়ের কবিরা। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ফররুখ আহমদ-এর ‘কায়েদে-আজম-জিন্দাবাদ’ কবিতার কথা। আলোচ্য কবিতায় পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মুসলিম লীগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কবি-

> ‘‘আজ মুসলিম জনতা-সাগর
> উত্তাল-তার উঠেছে চাঁদ
> লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত আকাশে;
> মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
> কায়েদে-আজম জিন্দাবাদ।’’

কেবল ফররুখ আহমদ নয়, পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রচিত হয়েছে গোলাম মোস্তফার ‘পাকিস্তানী গান’, শাহাদাৎ হোসেন-এর ‘ইয়ারমুক’, তালিম হোসেন-এর ‘পাকিস্তান’ প্রভৃতি কবিতা। তবে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই ইসলামি ধারার কবিতার পাশাপাশি একটি পৃথক কবিতাচর্চার ধারাও পূর্ববঙ্গে বহমান ছিল যেখানে পাকিস্তানবাদ নয়, প্রাধান্য পেয়েছে মানবতাবাদ। এই ধারায় কবিতা রচনা করেছেন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সানাউল হক-এর মত কবিরা। যদিও এই ধারার কবিদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। অধিকাংশ কবিরাই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় পাঁচজনকে নির্বাচন করে তাঁদের কবিতায় প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান-সম্পর্কিত ভাবাবেগ কীভাবে ভাষারূপ পেয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়:

১৯৪৭-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক বাতাবরণ। এই অধ্যায়ের পরিসর কতখানি বিস্তৃত হবে তার সংকেত আছে 'পূর্ব-পাকিস্তান' শব্দবন্ধটিতে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর যে ভূ-খণ্ডের নাম নির্দিষ্ট হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান, প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেও সেই নাম বহাল ছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 'বাংলাদেশ' নামে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। কাজেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রথম পর্বে মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি নতুন পথে বাঁক নিয়ে কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনের পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' জয়লাভ করে এবং জোট সরকার ক্ষমতার আসে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এই সরকারের পতন ঘটে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। এরপর ১৯৬৬-এর স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কীভাবে 'বাংলাদেশ' নতুন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে একাধিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি হয়। এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় একাধিক সাহিত্য সম্মেলন। রোমান হরফ, আরবি হরফ প্রবর্তন, বাংলা লিপির সংস্কারের মতো মেধা-কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্র রচিত হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করার চক্রান্তও করা হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করার দাবী জানায়। এই দাবী পরোক্ষভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র-বিরোধিতাকেই সমর্থন করেছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র-বিতর্ক চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এই বছর 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও মওলানা আজাদ' শীর্ষক সম্পাদকীয় এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব-পাকিস্তান' নামক প্রবন্ধে সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার দাবীকে সমর্থন করা হয়। যদিও এই বিরোধিতার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ঢাকার প্রেসক্লাবের তরুণ লেখক-শিল্পীরা রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে একাধিক কমিটি গঠন করেন এবং নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি কীভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদকে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করেছিল এবং প্রগতিশীল বাঙালিরা কীভাবে এই চক্রান্ত রুখে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাকিস্তান গঠনের পর পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আয়তনের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল বেশি। সুতরাং শুরুতেই পূর্ব-পাকিস্তান জনস্ফীতির শিকার হয়েছিল। শিক্ষার দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তান, পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও পাকিস্তানের

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানে অধিক পরিমাণে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছিল। এটা ছিল মেধাগতভাবে পূর্ব-পাকিস্তানকে পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত। এর পাশাপাশি দেশে এই সময় রেল, ডাক, সিমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকরা বৈষম্য ও বঞ্চনাজনিত কারণে যে-সমস্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কারণও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন: কবিতায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

প্রথম অধ্যায়ে ১৯৪৭-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করা হয়েছে কবিতার সামগ্রিক পরিসরে। পূর্ব-পাকিস্তানের আন্দোলনের মুখ্য অবলম্বন ছিল ভাষা। কিন্তু ভাষায় বিন্যস্ত অন্যান্য শিল্পের তুলনায় কবিতার মধ্যে দিয়েই মানুষের উদ্বেগ, আর্তি ও ব্যাকুলতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের ঘটনার প্রতিটি স্তরে রচিত হয়েছে অজস্র কবিতা। এই সমস্ত কবিতার শরীর থেকে প্রতিবাদের যে তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে সেখানে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেমন আছে, তেমনি আছে মাতৃভাষা তথা মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা। সংকট থেকে সৃষ্ট সংগ্রাম বাঙালির মনে জাতীয়তাবাদের সুর জাগিয়ে তুলেছে। সে-কারণে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে ইতিহাসের ঘটনাধারা ও কবিতা দুদিক থেকেই।

মাতৃভাষার প্রতি যেকোনো জাতির অকুণ্ঠ ভালোবাসা কৃত্রিম নয়। কারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতির সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ সম্ভব মাতৃভাষায় কিন্তু মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীরা প্রাণ দিয়েছেন এইরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুবই কম আছে। এইদিক থেকে বাঙালিরা ব্যতিক্রম। তারা কেবল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেনি, বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছে। তাদের এই সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ‘পাকিস্তান’ গঠনের পর থেকেই। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্নে সে-দিনের বাঙালি মুসলমানরা বিভ্রান্ত হলেও তাঁদের আত্মচেতনা যে একেবারে লুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। ঐ দিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর কথা ঘোষণা করলে সম্মেলনে উপস্থিত বাঙালিরা সমবেত কণ্ঠে ‘না না’ ধ্বনির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই ‘না’ শব্দটি ছিল ভাষা-আন্দোলনের সূচক-শব্দ যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফ্রেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আব্দুস সালাম, শফিউর রহমান, অহিউল্লাহ, আব্দুল আওয়াল এবং এক অজ্ঞাত বালক। ঐ দিনটি ছিল বাঙালির আত্মসত্তা প্রকাশের দিন, নবজাগরণের দিন, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। ঐ দিনের পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা আর পেছনে তাকায়নি। নিজেদের জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা অসংখ্য বুলেটের বাধাকে অতিক্রম করে, লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতির বিনিময়ে স্বাজাত্যের শিখাকে প্রজ্বলিত রাখতে এগিয়ে গেছে। একুশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এর এক বছর পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একুশের প্রথম সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’। আলোচ্য সংকলনে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁরা হলেন শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের কবিতা ‘একুশের কবিতা’ নামে সংকলিত হয়েছিল। একুশের চেতনা সেদিনের বাঙালি মননকে কতটা গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল তার প্রমাণ এই নামকরণ। ভাষা-আন্দোলন যেমন পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাধারার ওপর গভীর প্রভাব

ফেলেছিল তেমনি এই সংকলনটিও পরবর্তী কাব্যধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সংকলনের সব কবিতা গুণগতদিক থেকে সমমানের না হলেও ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে প্রতিটি কবিতাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের পরেও একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে একাধিক কবিতা সংকলন। সবক্ষেত্রেই একুশের তাৎপর্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতায় তুলে ধরেছেন কবিরা। বিষয়-বৈচিত্র্য অনুযায়ী একুশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতাগুলিকে চারটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে শহিদ মিনার সংক্রান্ত কবিতা। ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি আত্মবলিদানের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা যে শহিদ মিনার তৈরি করেছিল, ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী সেই মিনারটিকে ধ্বংস করে। যাতে শহিদদের স্মৃতি, শহিদ মিনারের মধ্যে দিয়ে বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী হতে না পারে। এই শহিদ মিনার ধ্বংসের কাব্যিক প্রতিবাদস্বরূপ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন ঐতিহাসিক ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতাটি। বাস্তবের মিনার ধ্বংস হলেও চারকোটি বাঙালির একতা যে অদৃশ্য মেলবন্ধনস্বরূপ মিনার হৃদয়-মধ্যে রচনা করেছে তাকে যে মুছে ফেলা সম্ভব হবে না, সেকথা জানিয়েই কবি বলেছেন-

> ‘‘স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
> চার কোটি পরিবার
> খাড়া রয়েছি তো!’’

শব্দমালার সংহত বন্ধনে গাঁথা কবিতাটি স্মৃতিস্তম্ভের মতোই বলিষ্ঠ স্থাপত্যের প্রতীক। এই শহিদ মিনারকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে হুমায়ুন কবীর-এর ‘মিনার’, বেলাল চৌধুরীর ‘গোটা দেশই শহীদ মিনার’, জাহিদ হায়দার-এর ‘শহীদ মিনার’, মাশুক চৌধুরীর ‘শহীদ মিনারের চূড়া’ প্রভৃতি কবিতা।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে একুশের রক্তাক্ত ইতিহাস সংক্রান্ত কবিতা। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির জন্য বরকত, সালাম, জব্বারসহ যে সমস্ত তরুণ শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের কথা উঠে এসেছে শামসুর রাহমান-এর ‘একুশের কবিতা’, হাসান হাফিজুর রহমান-এর ‘অমর একুশে’, আল মুজাহিদীর ‘আমার সার্বভৌম বাংলা বর্ণমালা’, আব্দুল মান্নান সৈয়দ-এর ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ প্রভৃতি কবিতায়।

তৃতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে মাতৃভাষা সংক্রান্ত কবিতা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নবরাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর অনবরত আক্রমণ চলেছে। এই আক্রমণের প্রতিবাদে রচিত হয়েছে হুমায়ুন আজাদ-এর ‘বাংলা ভাষা’, সমুদ্র গুপ্তের ‘আমাদের ভাষা অক্ষর আর’, মুহম্মদ নূরুল হুদার ‘মাতৃভাষা’, মুক্তিহরণ সরকার-এর ‘রক্তে রক্তে বর্ণমালা’ প্রভৃতি কবিতা।

চতুর্থ পর্বে আলোচিত হয়েছে মাতৃভূমি সংক্রান্ত কবিতা। ভাষা-আন্দোলনের সফলতা বাঙালির মনে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আশা জাগিয়েছিল। এ-কারণে একুশের ভাষাপ্রেম ধীরে ধীরে স্বদেশপ্রেমে পরিণত হয়েছে। ভাষা-কেন্দ্রিক এই স্বদেশ-চেতনা ফুটে উঠেছে ফজল শাহাবুদ্দীন-এর ‘আমার স্বদেশভূমি’, হাসান হাফিজুর রহমান-এর ‘অনন্য স্বদেশ’, আল মাহমুদ-এর ‘নিদ্রিতা মায়ের নাম’, হায়াৎ মামুদ-এর ‘স্বদেশের ছবি’ প্রভৃতি কবিতায়।

তৃতীয় অধ্যায়:

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা: স্বভূমি-চেতনার প্রেক্ষাপট

তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত কবিতাগুলি আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব-বাংলার জনগণের জীবনে দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলন। এই আন্দোলনের সাফল্য সে-দিনের বাঙালিদের যে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল তারই অনিবার্য ফল ছিল ছেষট্টির স্বাধিকার আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির সাংগঠনিক শক্তি ও মানসিক ঐক্য যে সাফল্য এনে দিয়েছিল তা কেবল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেনি বরং তা বাঙালির মনে স্বাধীন দেশ গঠনের আশাও জাগিয়েছিল। সে-কারণে দেখা যায় ভাষা-আন্দোলন শেষপর্যন্ত পরিণত হয় মুক্তির আন্দোলনে, বাংলা ভাষার প্রতি প্রেম বদলে যায় দেশপ্রেমে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতি যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি বৃহত্তর শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল, সেখানে জাতীয় সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তি সংগ্রামের চেতনাকে ধারণ করে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে নতুন সৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত কবিতায় সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে, হয়ে উঠেছিলেন এক একজন প্রতিবাদী শব্দযোদ্ধা। সমকালীন সময়ের সমস্ত বেদনা-বিক্ষোভ-উত্তাপকে ধারণ করে এই সময়ের কবিতা, বাঙালি কবিদের হাতে নিজস্ব অনুভূতির চেতনায় শানিত হয়ে উঠেছিল। কবিদের রচিত প্রতিটি শব্দবন্ধেই সমকালীন সময়ের গণহত্যা-লুণ্ঠন-অত্যাচারের পাশাপাশি উঠে এসেছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার গৌরবময় সংগ্রাম। এই সময়ের কবিতায় স্বদেশপ্রেম উচ্চারিত হয়েছে অসীম সাহসে ও মুক্তির চেতনায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্-প্রস্তুতি পর্বে গণ-অভ্যুত্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ হঠাৎ করেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটেনি। দীর্ঘ সামরিক শাসনের অত্যাচার বাঙালির মনে যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তা শেষে মুক্তিযুদ্ধে মোড় নেয়। সে-কারণে এই অধ্যায়ে কবিতাগুলি আলোচিত হয়েছে গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ দুদিক থেকেই।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গণ-অভ্যুত্থান ঘটলেও এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল পূর্ববর্তী দশ বছরে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। ক্ষমতা দখল করেন আইয়ুব খান। দশ বছর স্বৈরাচারী ক্ষমতা ভোগ করার পর তিনি ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খানও অত্যাচারের ধারা অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। শুরু হয় মিছিল, ধর্মঘট, শাসক-জনতা খণ্ডযুদ্ধ। ঊনসত্তরের এই অগ্নিগর্ভ সময়ের উত্তাপ ধরা পড়েছে হেলাল হাফিজ-এর 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতায়। শাসকের বিরুদ্ধে পথে নামার জন্য যুব সমাজকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন-

> "এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়

এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।''

এছাড়াও ঊনসত্তরের এই অস্থির পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে নির্মলেন্দু গুণ-এর 'হুলিয়া', আহসান হাবীব-এর 'মিছিলে অনেক মুখ', শামসুর রাহমান-এর 'হরতাল', ফরহাদ মজহার-এর 'আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে' প্রভৃতি কবিতায়।

মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক কবিতাগুলিকে বিষয়-বৈচিত্র্য অনুযায়ী চারটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে রচিত কবিতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তানের একাধিক লেখক-শিল্পীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক অবদানকে স্মরণে রেখে, তাঁদেরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে হায়াৎ মামুদ-এর 'যে যায়', সুফিয়া কামাল-এর 'মেহেরুননেসা', আবদুল গণি হাজারীর 'সোনার শাপলা হয়ে', জাহিদুল হক-এর 'সাবধানে থেকো' প্রভৃতি কবিতা।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে গণহত্যা ও অত্যাচার-কেন্দ্রিক কবিতা। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানে অপারেশন সার্চলাইটের নামে অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। এর প্রতিবাদে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এই হত্যাযজ্ঞের চিত্র ফুটে উঠেছে শহীদ কাদরীর 'নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে', আলতাফ হোসেন-এর 'ছাব্বিশে মার্চ', ইউসুফ পাশার 'মধুদা', অসীম সাহার 'শরণার্থী' প্রভৃতি কবিতায়।

তৃতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ-কেন্দ্রিক কবিতা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি যে রক্ত ঝরিয়েছিল সেখানে কেবল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার নয়, বাঙালির প্রতিরোধের কথাও উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাঙালির এই প্রতিবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে অসীম সাহার 'ন্যায়যুদ্ধ', সিকান্দার আবু জাফর-এর 'বাংলা ছাড়ো', আবুবকর সিদ্দিক-এর 'বাংলার বৃষ্টি', মুহম্মদ নূরুল হুদার 'আমরা তামাটে জাতি' প্রভৃতি কবিতায়।

চতুর্থ পর্বে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ক কবিতা। একাত্তরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মূল লক্ষ্যই ছিল পূর্ব-পাকিস্তানকে, পাকিস্তান থেকে পৃথক করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে 'বাংলাদেশ' গঠন করা। জনগণের সেই নতুন দেশ পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে শামসুর রাহমান-এর 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা', নির্মলেন্দু গুণ-এর 'স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর', ইকবাল আজিজ-এর 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা', ময়ুখ চৌধুরীর 'স্বাধীনতা, প্রিয় স্বাধীনতা' প্রভৃতি কবিতায়।

চতুর্থ অধ্যায়:

স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা কবিতার দুই দশক: স্বপ্নভঙ্গের কথকতা (১৯৭১-১৯৯১)

এই অধ্যায়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অভিঘাত কবিতাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ সদ্য যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের পক্ষে ভেঙে পড়া সমাজ-কাঠামো নিয়ে অর্থনৈতিক পথ চলা সহজ হয়নি। ফলে নতুন দেশ পাওয়ার আনন্দ উপলব্ধির আগেই স্বপ্নভঙ্গের পর্ব এসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে আশাভঙ্গের কথা। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং শিল্পী সাহিত্যিকেরা স্বদেশের সামগ্রিক পরিবেশকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন তারও অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় এই সময়ে রচিত কবিতায়। আলোচ্য অধ্যায়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের দুই দশকের কবিতাকে চারটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পর্বে প্রাথমিক স্বপ্নভঙ্গের বিষয়টি কীভাবে কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রকে। স্বাভাবিকভাবে এই রাষ্ট্রকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশার পারদ ছিল ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে জনগণের এই স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাধীন দেশের ক্ষমতা দখলের জটিল রাজনীতি। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো কোনও শক্ত ভিতের ওপর স্থিতিলাভ করতে পারেনি। কারণ সদ্য গঠিত দেশকে সুসংহতভাবে পরিচালনা করার মতো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃবর্গ বা প্রয়োজনীয় অর্থ কোনোটিই সে-দিনের বাংলাদেশ পায়নি। এর ফলে শুরু থেকেই বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিচক্ষণহীনতার ফলে দেশের অভ্যন্তরে শুরু হয় খুন, ধর্ষণ, লুঠতরাজদের রাজত্ব। কর্মসংস্থানের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় দেশে বাড়তে থাকে বেকারত্ব, দুর্নীতি, চোরাচালান। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণের মন থেকে মুছে যেতে থাকে স্বাধীনতার স্বপ্ন, শুরু হয় স্বপ্নভঙ্গ। এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ফুটে উঠেছে হাসান হাফিজুর রহমানের ‘আমার আনুগত্য’ কবিতায়। চোখের সামনে স্বাধীনতাকে লাঞ্ছিত হতে দেখে কবি বলেছেন-

> “তবে,
> সাম্য আজো সোনার হরিণ,
> গণ-অধিকারে এ ওর ভয়ে ভীষণ অস্থির।
> কারো কাছেই বুঝি মুক্তির ছাড়পত্র নেই, হয়তো কোথাও
> মনুষ্যত্ব নেই বলে।”

এছাড়াও বিমল গুহর ‘বাতাসে পুরানো গন্ধ’, ‘ময়ুখ চৌধুরীর ‘প্লেগের শহর’, জাহিদ হায়দার-এর ‘হেলমেট পরা ছায়া’ প্রভৃতি কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে স্বপ্নভঙ্গের দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে রাজনীতিকে কবিরা কীভাবে সচেতনতার সঙ্গে কবিতায় ব্যবহার করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে। এই সময় জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে একাধিক কবিতা রচিত হয়েছে। এমনকি তাঁর মৃত্যু যে এই সময় কবিদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা নির্মলেন্দু গুণ-এর 'সেই রাত্রির কল্পকাহিনি', রফিক আজাদ-এর 'এই সিঁড়ি', কামাল চৌধুরীর 'টুঙ্গিপাড়া থেকে' প্রভৃতি কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়ার হত্যার প্রতিবাদও এই সময়ের কবিতায় স্থান পেয়েছে। আশির দশকে ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়া। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা দিবস পালনের জন্য সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্যসেন হলে মিছিল করার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়া। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুভব করে কবি মোহন রায়হান বলেছেন-

> "মধুর কেন্টিনে যাই
> প্রতিদিন জীবন হাতের মুঠোয়
> প্রতিদিন হামলা রুখতে হয়
> বসু, আজ সেই প্রতিরোধের সারিতে তুমি নেই
> আজ বড়ই অভাব অনুভব করছি তোমার।"(বসু তোমাকে মনে পড়ে যায়)

কেবল রাউফুন বসুনিয়া নয়, আশির দশকে এরশাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথে শহিদ হয়েছিলেন নূর হোসেন। তাঁর মৃত্যু কীভাবে বাংলাদেশে জনগণসহ কবিদের চৈতন্যকে নাড়িয়ে তুলেছিল তা মহাদেব সাহার 'এই কবিতার নাম নূর হোসেন', ময়ুখ চৌধুরীর 'নূর হোসেন, সংসদে যাবে না?', হাসান হাফিজ-এর 'নূর হোসেন : লাল গোলাপের নাম' প্রভৃতি কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পর্বে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কীভাবে বাংলাদেশের কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ ভেবেছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ হবে সব-পেয়েছির দেশ। যেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী ভেঙে পড়া সমাজ-কাঠামোকে সুস্থিরভাবে গড়ে তুলতে যে সময়ের প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ ধৈর্য বাংলাদেশের জনগণের ছিল না। দীর্ঘ সময়ের বঞ্চনায় তাদের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের যে বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের এই প্রত্যাশা অমূলক নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার শুরুতে বাজারের দখল চলে যায় চোরাকারবারি-পাচারকারী-মজুতদারদের হাতে। ফলে জিনিসপত্রের দাম শুরুতেই জনগণের নাগালের বাইরে চলে যায়। সুসময়ের স্বপ্ন নিমেষে পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। দেশে খাদ্য-সংকট শুরু হয়। এই খাদ্য-সংকট ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের রূপ নেয়। খাদ্যের অভাবে মানুষ অনাহারে মরতে শুরু করে। সামান্য ভাতের জন্য মানুষ সবকিছু ত্যাগ করতেও রাজি হয়েছিল এই সময়ে। মানুষের সেই ন্যূনতম দাবির কথা উঠে এসেছে রফিক আজাদ-এর কবিতায়-

> "আমার সামান্য দাবি : পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর—

ভাত চাই—এই চাওয়া সরাসরি—ঠাণ্ডা বা গরম,
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চালে হ'লে
কোনো ক্ষতি নেই—মাটির শানকি-ভর্তি ভাত চাই :
দু'বেলা দু'মুঠো হলে ছেড়ে দেবো অন্যসব দাবি।'' (ভাত দে হারামজাদা)

এই একই পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি কামাল চৌধুরীর 'অনাহারী মানুষের কথা', মহাদেব সাহার 'দিন মজুরের গান', বিমল গুহ-এর 'ক্ষুধার্ত মানুষ পারে' প্রভৃতি কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ পর্বে দুঃসময়কে কাটিয়ে ওঠার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা এইপর্বের কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম দু-দশকের রাজনীতি সে-দেশের জনগণের কোনো রকম প্রত্যাশাই পূর্ণ করতে পারেনি। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের কবিতায় বড়ো হয়ে উঠেছিল স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কিন্তু কেবল হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চাননি বাংলাদেশের কবিরা। যুগের হতাশা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়কে কাটিয়ে বাংলাদেশের কবিরা রচনা করতে চেয়েছিলেন এমন কবিতা যেখানে আছে বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথাও। ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের কবিরা এগিয়ে এসেছিলেন নতুন ভোরের প্রত্যাশায়। নৈরাজ্যের অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভ করে একটি সুস্থির সমাজ-কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আশাবাদী ছিলেন কবিরা। সে-কারণে এই সময়ের একাধিক কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে দুঃসময়কে অতিক্রম করে নতুন সমাজ গঠনের আশাবাদ। যেমন মতিন বৈরাগীর তাঁর 'জেগে ওঠো সাহসী মানুষ' কবিতায় বাংলাদেশের জনগণকে নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ে আহ্বান জানিয়েছেন-

''জেগে ওঠো সাহসী মানুষ
আমি তোমাদের লোক
যেটুকু লোভ : ঘৃণ্যজীবন ভাগ করো তাকে
বিকশিত হোক অমল মানুষ
তারপর জ্বলে ওঠো
সাহস আর দুঃসাহস অন্যরকম হবে''

কবি মনে করেন মানুষের অন্তরের সাহসী সত্তাকে জাগ্রত করতে পারলেই সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। এছাড়াও মুজিবুল হক কবীর-এর 'গণতান্ত্রিক হাওয়া', কামাল চৌধুরীর 'কালঘুম' রফিক আজাদ-এর 'তোমাকে অভিবাদন, রজনীগন্ধা' প্রভৃতি কবিতায় সেই আশাবাদ কীভাবে ধ্বনিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:

বিশ্বায়ন: বাংলাদেশের সমকালীন কবিতা (১৯৯১-২০০০)

এই অধ্যায়ে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা বাংলাদেশের কবিতায় কীভাবে ছাপ ফেলেছে তা আলোচিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে; দুই দশক অতিক্রান্ত হল ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯১ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সমগ্র বিশ্বেই দেখা দিয়েছে এমন এক কালপর্ব যেখানে কিছুটা হলেও তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে পূর্ববর্তী সময়ের থেকে। এই পরিবর্তনের কারণরূপে মুক্তবাজার অর্থনীতির অভূতপূর্ব প্রসারকে চিহ্নিত করা যায়। যা বিশ্বায়ন নামে পরিচিত। এর ফলে স্থান-কালের ব্যবধান লুপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্ব পরিণত হয়েছে একটি গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে। স্থান, কাল ও সীমান্তের ব্যবধান বিলোপ করে একটি বৈশ্বিক গ্রাম সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বের সমস্ত জনগণের পক্ষে এই 'বৈশ্বিক গ্রামে'র সদস্য হওয়া সম্ভব হয় না। কারণ সবদেশের সব মানুষ রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। যারা পারে তাদের পক্ষে 'বৈশ্বিক গ্রামে'র সদস্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও যারা মানবিক অগ্রগতির সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। গ্রাম ও শহরের সুষম বিকাশ না হওয়ায় প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের পক্ষে বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করার সুযোগ হয় না, ফলে সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সংকুচিত হয় কর্মসংস্থান, মুনাফা বৃদ্ধি পায়, মজুরি কমে যায়, পুঁজির আস্ফালনে শ্রমের মর্যাদা হানি ঘটে, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির আগ্রাসনে মধ্যমানের দেশীয় কারখানার জিনিসের চাহিদা কমে যায়, স্থানীয় সংস্কৃতির তুলনার বৈশ্বিক তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে উন্নত দেশগুলি আস্তে আস্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের নামে এই পরহন্তা রাজনীতি বা লুণ্ঠনমূলক বিশ্বায়ন যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে স্পষ্টভাবে। বিশ শতকের শেষ দশকে বাংলাদেশে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে, বিষয়-বৈচিত্র্য অনুযায়ী সেগুলিকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পর্বে রাজনৈতিক অভিঘাতকে কবিরা কীভাবে সচেতনতার সঙ্গে কবিতায় ব্যবহার করেছেন সে-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বি.এন.পি ক্রমান্বয়ে শাসক ও বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু কোনো দলই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাকে কঠোর হাতে দমন করতে পারেনি। সে-কারণে এই সময়পর্বে সন্ত্রাস, হত্যা, রাজহানির মতো ঘটনায় দেশের জনগণ দুঃসহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে গোলাম আযম-এর মতো রাজাকারকে আমীর ঘোষণা করায় বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। গোলাম আযমসহ সমস্ত রাজাকারদের শাস্তির দাবিতে গঠিত হয় গণ-আদালত এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সরকার-বিরোধী সমালোচনার জন্য বাংলাদেশের বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেননকে হত্যার চেষ্টা হয়। তাঁর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সমগ্র দেশে স্বতঃস্ফূর্ত

বিক্ষোভ শুরু হয়। কবি আবিদ আজাদ-এর ‘রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর’ কবিতায় ধরা পড়েছে এই গণ-বিক্ষোভের চিত্র-

“মেননের বুলেটবিদ্ধ বুকঃ গুমরে উঠছে হাহাকারে আর্ত বাংলাদেশ
মেননের বুলেটবিদ্ধ বুকঃ নুয়ে পড়ছে লজ্জায় আমাদের পতাকা
মেননের গুলিবিদ্ধ বুকঃ রক্তে আবার ভিজে গেল আমাদের স্বাধীনতা।”

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সারসংকট তীব্র আকার ধারণ করে। সার লুণ্ঠনকে কেন্দ্র করে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে সমস্ত দশক জুড়ে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তাতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সমস্ত ঘটনাবলী এই সময়ের কবিতায় কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা বিমল গুহ-এর ‘ক্রোধের আগুন’, ‘প্রতিবাদী শব্দের মিছিল’, তারিক সুজাত-র ‘আমরা নব্বইয়ের সন্তান’, সুহিতা সুলতানার ‘হন্তারক’, শামীম কবীর-এর ‘রক্ত’, সরকার আমীন-এর ‘রানীতান্ত্রিক’, রহমান হেনরীর ‘সার্কাস মুখরিত গ্রাম’ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে দিয়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে আর্থ-সামাজিক সংকট কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিও, বিশ শতকের শেষ দশকে দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি-কেন্দ্রিক হলেও নব্বইয়ের দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ ঘটে। আধুনিকতার ঢেউ বাংলাদেশেও এসে পৌঁছায়। কৃষির পাশাপাশি শিল্পবিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়নি বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কোনোটিই। দেশীয় শিল্পকারখানা থাকলেও বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশি পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেগুলো তেমনভাবে বিকাশলাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিও সরকারি ঔদাসীন্যে চরম অবহেলিত হয়েছে। গ্রাম-শহরের সমন্বয় না হওয়ায় দুই প্রদেশের আর্থিক বৈষম্য প্রকট হয়েছে। পিছিয়ে পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। সে-কারণে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জীবিকা পরিবর্তন করেছে গ্রামীণ মানুষ। কৃষক তার লাঙল ত্যাগ করে সামান্য মজুরির আশায় শহরের পথে পা বাড়িয়েছে। গ্রামীণ মানুষের এই সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন আসাদ চৌধুরী তাঁর ‘কাদা নয়, হাঁটুতে রাজ্যের ধুলো’ কবিতায়-

“কাদা নয়,
হাঁটুতে রাজ্যের ধুলো নিয়ে
ঘরে ফেরে
শুধু চাষী নয় রাখাল, শ্রমিক-
আর নগরীর টুকিটাকি মানুষেরা।”

গ্রামের পাশাপাশি শহরের মধ্যবিত্তরাও সামান্য সুযোগ লাভের আশায় আত্মসম্মান বিকিয়ে নাগরিক অবক্ষয়কে মেনে নিয়েছে। সবমিলিয়ে নব্বইয়ের দশকের সমগ্র বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলেই ছিল অপূর্ণতা,

অস্থিরতার ছায়া। হাসানআল আবদুল্লাহ-এর 'ডাকবাক্সে সম্ভাবনা', খোকন মাহমুদ-এর 'মোরা মেহনতি মানুষ', সোহরাব পাশা-র 'পালাবদল', তপন বাগচীর 'এখানে মানুষ', রিষিণ পরিমল-এর 'শোকহীন, স্বপ্নবিহীন' প্রভৃতি কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে নয়ের দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সংকটকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্বে কবিতার মধ্যে দিয়ে বিশ্বায়নপ্রসূত ভোগবাদ বাংলাদেশের জনগণকে কীভাবে আকৃষ্ট করেছে তা দেখানো হয়েছে। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান যেকোনো মানুষের পক্ষে এই সমাজে বেঁচে থাকার আবশ্যিক উপাদান। কিন্তু মানুষ যেহেতু চিন্তাশীল, সে-কারণে তার জৈবিক ইতিহাসের পাশাপাশি একটা সাংস্কৃতিক ইতিহাসও তৈরি হয়েছে। বিশ্বায়ন তার এই চিন্তা-ভাবনাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। ফলে সমগ্র বিশ্বের মানুষের সামনে একে অপরকে জানবার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে, ভাবনার আকাশ ক্রমশই বিস্তৃত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্বায়নের ঢেউ এসে পড়েছে। বাংলাদেশে যারা শহরে বিশেষত রাজধানী ঢাকায় বাস করে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিত্য পরিবর্তনকে তারা প্রতিদিনই দেশের অন্যপ্রান্তের মানুষের তুলনায় বেশি করে অনুভব করতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তারা একাত্ম হতে চায়। এর পিছনে মুক্তবাজার অর্থনীতির ভূমিকাই সর্বাধিক। বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার করেই পুঁজিবাদ উন্নয়নশীল দেশের জনগণকে প্রলুব্ধ করে। পুঁজিবাদের প্ররোচনায় পা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একসময় অন্যদেশের মানুষের চাহিদাকে নিজেদের চাহিদা বলে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু অন্যদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের দেশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করে যেতে চায়। এখানেই শুরু হয় সংকট। নয়ের দশকে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনেও এই অপ্রয়োজনের চাহিদা এবং তা থেকে সৃষ্ট সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। বাংলাদেশের কবিরাও যেহেতু অধিকাংশই নগরবাসী এবং আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত সে-কারণে তাঁরা এই সংকটকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বায়নের ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের পণ্যকে এগিয়ে রাখতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার করে অগ্রসর হয়। তাই দেখা যায় শুধু আধুনিক মানুষ নয়, সদ্যজাত শিশুও রেহাই পায় না বিজ্ঞাপনের এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে। কামরুজ্জামান কামুর 'দিনরাত্রির গোলকধাঁধা' কবিতায় উঠে এসেছে এই প্রতিযোগিতার কথা-

> ''দিনের বেলায় জন্ম নিচ্ছে যে-শিশু
> তার রঙ খুব ফর্সা আর দামি হচ্ছে
> খোলাবাজারের বিজ্ঞাপন তাকে তল-উপর করছে
> উপর থেকে তল আর তল থেকে উপর দেখাচ্ছে।''

বিশ্বায়নের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে সৃষ্ট এই ভোগবাদ কীভাবে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, একই সঙ্গে নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছিল তা সৌমিত্র দেব-এর 'বৃক্ষের শত্রুরা', সরকার আমীনের 'শিয়ালের হাসি', মামুন মুস্তাফার 'কণ্ঠিনালার পাড়', হেনরী স্বপন-এর 'আমাদের শো-বিজে', কুমার চক্রবর্তীর 'ব্যথা' প্রভৃতি কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্বে নিঃসঙ্গতাবোধ আধুনিক মানুষকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা কবিতার মধ্যে দিয়ে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়েও আধুনিক মানুষ একাকী, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী। কারণ বিশ্বায়ন মানব সভ্যতার কল্যাণ তথা অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও তার নেতিবাচক দিকগুলি একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় সীমা অতিক্রম করে পণ্যসামগ্রী, সেবা, তথ্যের সচলতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তহীন এই চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয় জেনেও আধুনিক মানুষ ক্রমাগত এই বাসনার পিছনে ছুটে চলেছে। এক সময় সে বুঝেছে এই চাহিদার বেশিরভাগই আসলে তার প্রতিদিনের জীবনে অপ্রয়োজনীয়। এই ভোগবাদী সমাজে সে একজন অসুস্থ প্রতিযোগী মাত্র। আজ সে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার চেষ্টা করলেও তার পক্ষে পুরানো অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ততদিনে অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক সমাজের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে, কেবলই নিজের জগতে আত্মমগ্ন থাকার ফলে তার চারপাশের মানবিক সম্পর্কের বন্ধনগুলি, তারই অজান্তে শিথিল হয়ে পড়েছে। সমাজে সে আজ বিচ্ছিন্ন, একা। এই একাকিত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে মতিন রায়হান-এর ‘যাত্রা’ কবিতায়-

> “আমরা প্রতিদিন বুঝে না-বুঝে পরস্পর রচনা করি বিচ্ছিন্নতা
> এছাড়া বোধ হয় কোনো কাজ নেই আমাদের
> আমি বিশ্বাস করি মানুষ বারবার পাখি হতে চায়
> অথচ সামান্য ভুলে কী অবলীলায় পুড়িয়ে চলি একেকটি ডানা।”

এই নিঃসঙ্গতা আধুনিক মানুষকে ক্রমশই জটিল করে তুলেছে। তার চৈতন্যের গভীরে জন্ম নিয়েছে হতাশা, অবক্ষয়, গ্লানি। পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ ও আর্থ-সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েই মানুষ প্রতিনিয়ত এই বিচ্ছিন্নতার জ্বালা ভোগ করে চলেছে। নয়ের দশকে দাঁড়িয়ে সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে কবিরা পুঁজিবাদী সমাজের নির্মমতা এবং নাগরিক জীবনের বিকৃতি ও অবক্ষয় দেখে বিষণ্নতাবোধে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের সংবেদনশীল মনে বাসা বেঁধেছে নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব। সেই একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতাকে আহমেদ স্বপন মাহমুদ-এর ‘ব্যবধান’, কবির হুমায়ুন-এর ‘গোপন’, রিষিণ পরিমল-এর ‘শাহরিক’, টোকন ঠাকুর-এর ‘নিঃসঙ্গজনক’, মুজীব মেহদীর ‘হারানো শৈশব ও ভাঙাগান’, মারুফুল ইসলাম-এর ‘নৈঃসঙ্গ’ প্রভৃতি কবিতা পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম পর্বে অতীত ঐতিহ্যকে কবিরা কীভাবে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ব্যবহার করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহ্যের মধ্যে মিশে থাকে একটি জাতির অহংকার, গরিমা। যখন কোনো জাতি সংকটে পড়ে তখন অতীতের গৌরবময় প্রথা, আচারানুষ্ঠান, মতবাদ বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, এক কথায় এই সমস্ত উজ্জ্বল ঐতিহ্যই তাকে অনুপ্রেরণা দেয়, সেই জাতি নতুন করে বাঁচার শক্তি খুঁজে নিতে চায়, ঘুরে দাঁড়াতে চায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী একটি ‘বৈশ্বিক গ্রামে’ পরিণত হওয়ায় মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে বিশ্ব-সংস্কৃতির সান্নিধ্যলাভ করেছে। সেই সূত্রে তার সুযোগ ঘটেছে বিশ্বের নানা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করার। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে গ্রীক সাহিত্য অত্যন্ত ঋদ্ধ। বিশেষ করে

গ্রীক পুরাণ এবং অতীতের নানা প্রথা যা মৌখিকভাবে চলে আসছে যাকে আমরা মিথ বলি তা খুবই জনপ্রিয়। তবে পাশ্চাত্যের পাশাপাশি ভারতীয় মিথ, পুরাণ, লোকসংস্কৃতিরও একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে। এই সমস্ত মিথ, পুরাণের মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের মানুষের গৌরবময় প্রথা, কীর্তি বা সংস্কারকে স্মরণ করে বর্তমান সমাজের সংকট থেকে মুক্তি বা সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ের সাহিত্যিকরা। সে-কারণে বাংলাদেশের নয়ের দশকের কবিতায় মিথ-পুরাণের পাশাপাশি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্যের উজ্জ্বল অধ্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বা বিষয়কে নতুন করে নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বর্ষা ঋতুর প্রেক্ষাপটে গ্রীক পুরাণের ট্রয়যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বর্ষাকে কবি তুলনা করেছেন হেলেনের সঙ্গে। গ্রীক পুরাণের কাহিনিতে দেখা যায় প্রাচীন এশিয়ার মাইনরে অবস্থিত ঐতিহাসিক ট্রয় নগরীয় রাজা প্রিয়াম-এর পুত্র প্যারিস ট্রয়যুদ্ধের মূল আয়োজক। রাজপুত্র প্যারিস, গ্রিসের স্পার্টা রাজ্যের রাজা মেনেলাস-এর স্ত্রী হেলেন-এর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে ট্রয় নগরীতে পালিয়ে আসেন। এর ফলে শুরু হয় স্পার্টা আর ট্রয়ের মধ্যেকার ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এই কাহিনি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে কেবল হোমার নয়, গ্রিক কবি হেরোডটাস, সফোক্লেশ, রোমান কবি ভার্জিল, ওভিদ সবার কাব্যেই এই কাহিনি স্থান লাভ করেছে। কবি বায়েতুল্লাহ কাদেরীও বর্ষার আগমন ও ট্রয়যুদ্ধের সম্ভাবনাকে মেলাতে চেয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন-

> ''বর্ষা কি হেলেন তবে? আয়ুষ্মতী নায়িকা আমার
> ট্রাজেডির মূলে? ঘোর দুর্ভাগ্যের মতো তার টিপ
> আমার কপাল জুড়ে লালিমা-বিস্তৃত? মৃত্যু আজ
> আমাকেই দেখে, দেখে না দেখে কখনো আমার জামার
> লাল প্রাণ, ও রঙিন বর্ষা, আমাদের ফ্রেণ্ডশিপ
> কঠিন লালের রঙ, মন আমাদের যুদ্ধ-সাজ।''

ট্রয়যুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি মাত্র নারী হেলেন। তার রূপ সৌন্দর্যের কারণেই এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছিল। আর বর্ষার রূপে মগ্ন কবি প্রকৃতিতে যেন সেই যুদ্ধের স্পন্দন অনুভব করছেন। বর্ষা হেলেন-এর মতো কবির হৃদয়ে আলোড়ন তুললেও মেঘের গর্জন এবং বজ্রপাত যেন সেই যুদ্ধের রূপকল্পে হাজির হয়েছে। বর্ষাসিক্ত কবি যেন যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তভেজা সৈনিক। তাঁর সেই বিরহই কবিতাটির মূল উপজীব্য। বায়তুল্লাহ কাদেরী ছাড়াও অলকা নন্দিতার 'প্রত্নজীব', চঞ্চল আশরাফ-এর সিসিফাস, তপন বাগচীর 'নৌকাকাণ্ড', সরকার আমীন-এর 'আয়ান ঘোষের স্ত্রী', মতিন রায়হান-এর 'বেহুলামঙ্গল', শামীম কবীর-এর 'জলপান ও ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প', মুজিব ইরম-এর 'আঁতুড়ভয়' প্রভৃতি কবিতায় মিথ-পুরাণ ও লোকসংস্কৃতিকে কবিরা কীভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন তা আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার:

১৯৪৭-২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়পর্বে পূর্ববঙ্গ-বাংলাদেশের কবিদের কাব্যচর্চার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও কবিতাচর্চার ধারা সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ-বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সে-জন্য এই দুই প্রদেশের কবিতার মূল সুর ছিল আলাদা, ভাষা ছিল স্বতন্ত্র, আঙ্গিক ছিল ভিন্ন। আমাদের কবিতা বিষয়ক আলোচনা ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও এর পরে বাংলাদেশের কবিতার বয়স প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। এই সময় যে-সমস্ত নতুন কবি কাব্যচর্চায় অগ্রসর হয়েছে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন বিশ্বায়নের প্রকটরূপ, আধুনিকতার নামে ভণ্ডামি, আন্তর্জাতিকতার আড়ালে পুঁজিবাদের আগ্রাসন, ধর্ম-নিরপেক্ষতার অজুহাতে সাংস্কৃতিক আধিপত্য। এ-কারণে এই সময়ের কবিদের কবিতায় আখ্যানহীনতার পাশাপাশি মিথ-পুরাণের ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কবিরা আলোকপাত করতে চেয়েছেন অবচেতন মনের অন্তরালে। প্রকরণের দিকে তাকালে দেখা যায় ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে অতিক্রম করে ছন্দ-হীন কিছু স্তবক রচনার মধ্যে দিয়ে কবিরা টুকরো টুকরো চিত্রকল্প নির্মাণ করে সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিতে চেয়েছেন। শূন্য দশকের এই ধারায় কাব্যচর্চা করেছেন পিয়াস মজিদ, রাহেল রাজিব, অতনু তিয়াস, সবুজ তাপস, মৃদুল মাহবুব, মামুন খান, মামুন রশীদ, সোহেল হাসান গালিব, স্বপন সৌমিত্র, ফেরদৌস মাহমুদ, মাদল হাসান-এর মতো কবিরা। প্রত্যেকেই সংহত ভাববিন্যাসের মাধ্যমরূপে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন। শব্দকে বাক্যের প্রচলিত রীতি থেকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র শৈলীনির্মাণ করতে চেয়েছেন। অতিতুচ্ছ বিষয়কেও কবিতায় সীমিত পরিসরে তুলে ধরে কবিরা প্রতিমুহূর্তে অখণ্ড জীবনবোধের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে এই সময়ের কবিরা সযত্নে এড়িয়ে, নিজের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কবিতাকে ব্যবহার করেছেন। এই সময়ের কবিতা সাধারণ রসগ্রাহী পাঠককের তুলনার আকৃষ্ট করেছে বোদ্ধা পাঠকদের। হয়তো এভাবেই শূন্য দশকের কবিদের অনেকেই ভবিষ্যতের কাব্যক্ষেত্রে নিজেদের স্বকীয়তা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি:

১) অলি আহাদ, 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫', বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ অক্টোবর ২০১২

২) অসীম সাহা, 'অসীম সাহার সেরা কবিতা', শোভা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩) আতিউর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১০

৪) আতিউর রহমান, লেলিন আজাদ, 'ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

৫) আনিসুজ্জামান, বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.), 'আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী (১ম খণ্ড)', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০১

৬) আবদুল মতিন, আহমদ রফিক, 'ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৭) আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), 'শাহাদাৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০০২

৮) আবদুল হক, 'ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

৯) আবদুল হাফিজ (সম্পা.), রক্তাক্ত মানচিত্র, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩

১০) আবিদ আজাদ, 'কবিতাসমগ্র', শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

১১) আবিদ আনোয়ার, 'কাব্যসংসার', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

১২) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 'কবিতাসমগ্র', অনন্যা, ঢাকা, পরিমার্জিত পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬

১৩) আবু হাসান শাহরিয়ার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভাষাচিত্র, ঢাকা, প্রথম ভাষাচিত্র সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১৪) আবুল ফজল হক, 'বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

১৫) আবুল মনসুর আহমদ, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩

১৬) আবুল হাশিম, 'আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮

১৭) আবুল হাসনাত (সম্পা.), 'একুশের কবিতা', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪

১৮) আবুল হাসনাত (সম্পা.), 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা', সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৩

১৯) শওকত হোসেন (সম্পা.), 'আবুল হাসানের শ্রেষ্ঠ কবিতা', চারদিক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

২০) আবুল হোসেন, 'কবিতা সংগ্রহ', গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০০
২১) আব্দুল হাই শিকদার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', নব প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
২২) আল মাহমুদ, 'আল মাহমুদের কবিতা', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১
২৩) আল মাহমুদ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩
২৪) আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কবিতাসমগ্র ১', গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
২৫) আহমদ রফিক, 'বাংলাদেশের কবিতা দশকভাঙা বিচার', সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪
২৬) আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.), 'একুশের সংকলন' ৭৯', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯
২৭) আসলাম সানী (সম্পা.), 'একুশের ছড়া-কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২
২৮) আসলাম সানী, 'কবিতাসমগ্র', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২
২৯) আসাদ চৌধুরী, 'কবিতাসমগ্র', অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
৩০) আসাদ মান্নান, 'হে অন্ধ জলের রাজা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৪
৩১) আহমদ রফিক, 'নির্বাচিত কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০১
৩২) আহমেদ স্বপন মাহমুদ, 'প্রেম, মৃত্যু ও সর্বনাম', প্রকৃতি, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪
৩৩) আহসান হাবীব, 'কবিতাসমগ্র', অনন্যা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১২
৩৪) ইকবাল আজিজ, 'নির্বাচিত কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
৩৫) এম. আর. আখতার মুকুল, 'পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন', সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩91
৩৬) এম এম আকাশ, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
৩৭) ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'দুই বাংলার নব্বয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩
৩৮) কামরুদ্দীন আহমদ, 'পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১৪
৩৯) কামাল চৌধুরী, 'কবিতাসংগ্রহ', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৪০) কালীপদ বিশ্বাস, 'যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১২
৪১) কে এম আমিনুল হক, 'দুই পলাশী দুই মীরজাফর', অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, তৃতীয় প্রকাশ ১৫ অগাস্ট ২০০৯
৪২) খোকন মাহমুদ, 'মোরা মেহনতি মানুষ', টুম্পা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম একুশে বইমেলা ২০১৪

৪৩)	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ‘কবিতা সংগ্রহ’, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১১

৪৪)	গোলাম কিরবিয়া পিনু, ‘এখন সাইরেন বাজানোর সময়’, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮৪

৪৫)	গোলাম মুরশিদ, ‘মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস’, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩

৪৬)	গোলাম মোস্তফা, ‘কাব্যগ্রন্থাবলী(প্রথমখণ্ড)’, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১০নভেম্বর ১৯৭১

৪৭)	চন্দন চৌধুরী (সম্পা.), ‘একুশের কবিতা’, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ অগাস্ট ২০১০

৪৮)	জাকির হোসেন (সম্পা.), ‘একুশের কবিতা সংকলন’, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলা ২০০৬

৪৯)	জাহাঙ্গীর ফিরোজ, ‘কবিতাসমগ্র’, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৫

৫০)	জাহিদ হায়দার, ‘নির্বাচিত কবিতা’, জয়তী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআয়ি ২০১৬

৫১)	টোকন ঠাকুর, ‘টোকন ঠাকুরের কবিতা’, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

৫২)	তপন বাগচী, ‘নির্বাচিত ১০০ কবিতা’, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১৩

৫৩)	তানভীর মোকাম্মেল, ‘ক্ষেতমজুর আন্দোলন শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্য’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

৫৪)	তারিক সুজাত, ‘কবিতা সংগ্রহ’, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫৫)	তিতাশ চৌধুরী, ‘নির্বাচিত কবিতা’, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

৫৬)	ত্রিদিব দস্তিদার, ‘কবিতাসমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ১৬৩

৫৭)	দুলাল সরকার, ‘কবিতা সংগ্রহ’, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৩

৫৮)	দেওয়ান শামসুল হক (সম্পা.), ‘কবিতায় বাংলাদেশ’, চন্দ্রিকা সাহিত্য বাসর, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮০

৫৯)	নাসির আহমেদ, ‘কবিতাসমগ্র’, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৬০)	নিগার চৌধুরী, ‘বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম’, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯১

৬১)	নির্মলেন্দু গুণ, ‘নির্বাচিতা’, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ ২০০০

৬২)	নির্মলেন্দু গুণ, ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা সমগ্র’, প্রচলন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

৬৩)	নির্মলেন্দু গুণ, ‘রাজনৈতিক কবিতা’, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

৬৪)	নূরুন্নাহার শিরীন (সম্পা.), ‘একুশের ছড়া ও কবিতা’, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪

৬৫)	ফজল শাহাবুদ্দীন, ‘কবিতা সমগ্র ১’, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম অনন্যা প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২

৬৬) ফররুখ আহমদ, 'কবিতাসমগ্র', অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২
৬৭) ফরহাদ মযহার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০
৬৮) ফারুক আলমগীর, 'কবিতা একশত পঞ্চাশ', অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৬৯) ফারুক হোসেন (সম্পা.), 'একুশের ছড়া কবিতা', আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১১
৭০) ফিরোজ জামান চৌধুরী (সম্পা.), 'মুক্তিযুদ্ধ ও গণজাগরণের কবিতা', অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪
৭১) ফেরদৌস নাহার, 'উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম', নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮
৭২) বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৬
৭৩) বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খন্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৬
৭৪) বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খন্ড)', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
৭৫) বদরুদ্দীন উমর, 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট', নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, জুন ১৯৭১
৭৬) বদরুদ্দীন উমর, 'বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৪
৭৭) বদরুদ্দীন উমর, 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪
৭৮) বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল (দ্বিতীয় খণ্ড)', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৫
৭৯) বদরুদ্দীন উমর, 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল' ,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৫
৮০) বশীর আলহেলাল, 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০৩
৮১) বিপ্লব ফারুক, 'সন্ত্রাসে ছেয়েছে পৃথিবী আমার', পার্ল পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৫
৮২) বিমল গুহ, 'নির্বাচিত কবিতা', পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৮৩) বিষ্ণু বিশ্বাস, 'ভোরের মন্দির', যুক্ত, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১
৮৪) মজিদ মাহমুদ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', আদর্শ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০
৮৫) মতিন বৈরাগী, 'নির্বাচিত কবিতা', দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬
৮৬) মধুসূদন চক্রবর্তী, 'বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা(১৯৪৭-৭১)', সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১ জানুয়ারি ১৯৮২

৮৭) মহাদেব সাহা, 'রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১

৮৮) মহাদেব সাহা, 'মহাদেব সাহার রাজনৈতিক কবিতা', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১

৮৯) মহাদেব সাহা, 'শ্রেষ্ঠকবিতা', মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭

৯০) ময়ুখ চৌধুরী, 'ডান হাতের পাঁচটি আঙুল', বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৯১) মারুফ রায়হান, 'শত কবিতা সতত কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২

৯২) মারুফুল ইসলাম, 'নির্বাচিত কবিতা', অ্যাডন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

৯৩) মাহবুব সাদিক, 'কবিতাসমগ্র', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

৯৪) মাহবুব কবির, 'নির্বাচিত কবিতা', ভাষাচিত্র, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭

৯৫) মাহবুব হাসান, 'নির্বাচিত কবিতা', অয়ন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৯

৯৬) মুজিবুল হক কবীর, 'নির্বাচিত কবিতা', অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২

৯৭) মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'কবিতাসমগ্র ১', অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৯৮) মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), 'কবিতা গণআন্দোলন', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

৯৯) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জী ১৯৭১-২০১১', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, অগাস্ট ২০১৩

১০০) মেজর রফিকুল ইসলাম, 'স্বৈরশাসনের নয় বছর', শব্দশৈলী, ঢাকা, শব্দশৈলী প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১৭

১০১) মো. মাহবুবর রহমান, 'বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১', সময় প্রকাশন, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১২

১০২) মোহাম্মদ রফিক, 'নির্বাচিত কবিতা', প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

১০৩) মোহাম্মদ সাদিক, 'শ্রেষ্ঠকবিতা', অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১০

১০৪) মোহাম্মদ হাননান, 'বাঙালির ইতিহাস', অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

১০৫) মোহাম্মদ হাননান, 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ ২০০০

১০৬) মোহাম্মদ হাননান, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০

১০৭) রফিক আজাদ, 'কবিতাসমগ্র', অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

১০৮) রফিকুল ইসলাম, 'শহীদ মিনার', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫

১০৯) রতনলাল চক্রবর্তী, 'ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০

১১০) রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ: প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র', জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৮

১১১)	রহমান হেনরী, ‘গোত্রভূমিকাহীন’, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১১২)	রহমান হেনরী, ‘সার্কাসমুখরিত গ্রাম’, সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
১১৩)	রামশংকর দেবনাথ (সম্পা.), ‘একুশের কবিতা’, বিভাস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ অগাস্ট ২০১৬
১১৪)	রিষিণ পরিমল, ‘ত্রয়ীকাব্য’, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬
১১৫)	রেজোয়ান সিদ্দিকী, ‘পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১’, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, প্রথম জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ ২০০৬
১১৬)	অসীম সাহা (সম্পা.), ‘রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড)’, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
১১৭)	শহীদ ইকবাল, ‘বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০)’, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৩
১১৮)	শহীদ কাদরী, ‘শহীদ কাদরীর কবিতা’, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৪
১১৯)	শহীদ কাদরী, ‘আমার চুম্বনগুলো পৌছে দাও’, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬
১২০)	শামসুর রাহমান, ‘কবিতাসমগ্র ১’, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
১২১)	শামসুর রাহমান, সেলিনা হোসেন, আসাদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার, ওবায়দুল ইসলাম (সম্পা.), ‘একুশের কবিতা’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯
১২২)	শামসুর রাহমান, মতিউর রহমান (সম্পা.), ‘শহীদ নূর হোসেন’, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রথমা সংস্করণ নভেম্বর ২০১৩
১২৩)	শামীম কবীর, ‘নির্বাচিত কবিতা’, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০,
১২৪)	শাহীন রেজা, ‘নির্বাচিত কবিতা’, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০
১২৫)	শ্যামলী ঘোষ, ‘আওয়ামী লীগ: ১৯৪৯-১৯৭১’, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭
১২৬)	শিমুল মাহমুদ, ‘কবিতাসংগ্রহ সপ্তহস্ত সমুদ্রসংলাপ’, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৪
১২৭)	শিহাব সরকার, ‘কবিতা সমগ্র ১’, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬
১২৭)	শোয়েব শাদাব, ‘কবিতা সংগ্রহ’, উলুখড়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
১২৮)	সরকার আমীন, ‘কবিতা সংগ্রহ ১’, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০
১২৯)	সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (সম্পা.), ‘মুক্তিযুদ্ধ: নির্বাচিত কবিতা’, নওরোজ কিতাবিতান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
১৩০)	সাঈদ-উর-রহমান, ‘১৯৭২ ১৯৭৫ কয়েকটি দলিল’, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪
১৩১)	সাঈদ উর রহমান, ‘পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩
১৩২)	সানাউল হক, ‘সানাউল হকের নির্বাচিত কবিতা’, নবাশা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ষোলো ডিসেম্বর ১৯৮৪

১৩৩) সাহাবুল হক, বায়েজীদ আলম, 'বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪', অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪
১৩৪) সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১', প্রথম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩
১৩৫) সুমন সরদার (সম্পা.), 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা নব্বইয়ের দশক', র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
১৩৬) সুহিতা সুলতানা, 'কবিতাসমগ্র ১', নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮
১৩৬) সৈকত হাবিব, 'শহর যৌবন ও রাত্রি', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪
১৩৭) সৈয়দ আলী আহসান, 'কাব্যসমগ্র', লালন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮১
১৩৮) সৈয়দ আলী আহসান, 'সৈয়দ আলী আহসানের শ্রেষ্ঠ কবিতা', শিকড় প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২১ বইমেলা ২০০২
১৩৯) সৈয়দ শামসুল হক, 'রাজনৈতিক কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
১৪০) সোহরাব পাশা, 'নির্বাচিত কবিতা', সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১১
১৪২) সৌমিত্র দেব, 'পাথরের চোখ', নান্দনিক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০
১৪৩) হাসানআল আবদুল্লাহ, 'নির্বাচিত কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৪৪) হাসান মুরশিদ, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭১
১৪৫) হাসান হাফিজ, 'কবিতাসমগ্র ১', অনন্যা, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৪৬) হাসান হাফিজ (সম্পা.), 'একুশের কবিতা', মহাকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
১৪৭) হাসান হাফিজ (সম্পা.), 'মুক্তিযুদ্ধের সুনির্বাচিত কবিতা', মাটিগন্ধা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
১৪৮) হাসান হাফিজুর রহমান, 'আধুনিক কবি ও কবিতা', সময় প্রকাশন, ঢাকা, আগস্ট ২০০০
১৪৯) হাসান হাফুজির রহমান, 'কাব্যসমগ্র', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০১
১৫০) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), 'একুশে ফেব্রুয়ারী', সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০১
১৫১) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, প্রথম খন্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯
১৫২) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯০৫-১৯৭১)', ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯
১৫৩) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড, মুজিবনগর: প্রশাসন', ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যমন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৯
১৫৪) হুমায়ুন আজাদ, 'ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক পটভূমি', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০
১৫৬) হেলাল হাফিজ, 'যে জলে আগুন জ্বলে', দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ষড়বিংশ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬

১৫৭) হেলাল মহিউদ্দীন, 'নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব', সেন্টার ফর এ্যাপ্লায়েড সোস্যাস স্টাডিজ, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৭

১৫৮) হেনরী স্বপন, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

১৫৯) হুমায়ুন আজাদ, 'কাব্য সংগ্রহ', আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১৬০) হুমায়ুন কবির, 'হুমায়ুন কবির রচনাবলী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫

১৬১) হুমায়ুন কবীর (সম্পা.), 'উত্তরণে অমরত্ব', লালবাগ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ছাত্র লীগ দফতর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

বাংলা পত্র-পত্রিকা:

১) অনিকেত শামীম (সম্পা.), 'লোক', লোক প্রকাশন, ঢাকা বর্ষ-১১, সংখ্যা-১৫, জানুয়ারি-২০১২

২) অলোক বিশ্বাস (সম্পা.), 'কবিতা ক্যাম্পাস', হাওড়া, ৮৩-তম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১৫

৩) তাপস ভৌমিক (সম্পা.), 'কোরক', কলকাতা, শারদীয়া ২০১৫

৪) ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পা.), 'বলাকা', কলকাতা বর্ষ-২২, সংখ্যা-৩১, মার্চ-২০১৩

৫) বীরেন চন্দ (সম্পা.), 'উত্তরধ্বনি', শিলিগুড়ি, শারদীয়া ১৪২২

৬) মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), 'অরণি', ঢাকা, জানুয়ারি-জুন ২০১১

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি:

1) Robinson Austin, 'Economic Prospects of Bangladesh', Overseas Development Institute Limited, London, 1973

2) J.RUSSELL ANDRUS, AZIZALI F.MOHAMMED, 'THE ECONOMY OF PAKISTAN', STANFORD UNIVERSITY PRESS, STANFORD, CALIFORNIA, 1958

3) PRASAD RAJENDRA, 'INDIA DIVIDED', HIND KITAB LTD, BOMBAY, Third Edition Revised, July 1947

ইংরেজি পত্রিকা:

1) 'The Pakistan Development Review', Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, Volume 1, Issue 2, 1961

2) 'The Pakistan Development Review', Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, Volume 3, Issue 3, 1963

3) 'The Pakistan Development Review', Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, Volume 4, Issue 1, 1964

4) 'The Pakistan Development Review', Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, Volume 6, Issue 1, 1966

5) 'The Pakistan Development Review', Pakistan Institute of Development Economics (PIDE), Islamabad, Pakistan, Volume 8, Issue 1, 1968